বক্ষ সৌন্দর্য্য নিয়ে কিছু কথা

প্রতি বছরেই আমাদের ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কয়েক মিলিয়ন মহিলা 'ব্রেস্ট অগমেন্টেশন' নামের কসমেটিক প্রসিডিওরটির সাহায্যে নিজেকে সুন্দর করে তোলেন। আবার অনেক পুরুষই মহিলাদের মতো উঁচু বুকের গড়ন বা 'গাইনিকোম্যাস্টিয়ার' বিড়ম্বনা থেকে বাঁচতে কসমেটিক সার্জনের দ্বারস্থ হন। এই দুই ধরণের চিকিৎসার সুযোগই আছে আমাদের কলকাতাতে। এই বিষয়ে কথা বললেন কলকাতার মুকুন্দপুর অ্যামরি হাসপাতালের অ্যাস্থেটিক প্লাস্টিক ও কসমেটিক সার্জন **ডা. অনির্বাণ ঘোষ**।

প্রশ্ন : ব্রেস্ট অগমেন্টেশন বলতে ঠিক কি বোঝায়?

ডা. ঘোষ : ব্রেস্ট অগমেন্টেশন বা চিকিৎসার পরিভাষায় 'অগমেন্টেশন ম্যামোপ্ল্যাস্টি' এক ধরণের কসমেটিক প্রসিডিওর। প্লাস্টিক সার্জনরা এই পদ্ধতিতে মহিলাদের ছোট ব্রেস্টকে শরীরের গঠন অনুসারে স্বাভাবিক করে তোলেন। সাধারণত এজন্য ব্রেস্টের ফ্যাট টিস্যুর মধ্যে বুকের পেশীর উপরে ব্রেস্ট ইমপ্ল্যান্ট বসিয়ে দেওয়া হয়। এজন্য সাধারণত স্যালাইন ওয়াটার ও সিলিকন জেল এই দু ধরণের প্রস্থেসিস ব্যবহার করা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে শুকনো প্রস্থেসিস স্তনের মধ্যে বসিয়ে দেওয়ার পর নুন জল ভরে দেওয়া হয় অন্য দিকে সিলিকন জেল ইমপ্ল্যান্ট সরাসরি অপারেশনের সময়েই বসান হয়। ব্রেস্ট অগমেন্টেশন শুধু মহিলাদের সৌন্দর্য্যই বাড়ায় না অনেক ক্ষেত্রেই আত্মবিশ্বাস ফিরে পেতে ও ব্যাক্তিত্যের বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে।

প্রশ্ন : গাইনিকোম্যাস্টিয়া কি কোন অসুখ?

ডা. ঘোষ : গাইনিকোম্যাস্টিয়া ঠিক অসুখ নয় তবে এক ধরণের শারীরিক সমস্যা তো বটেই। গাইনিকোম্যাস্টিয়া বিভিন্ন কারণে হতে পারে তবে এসবের মধ্যে হরমোন ঘটিত সমস্যাই প্রধান। প্রধানত পুরুষ হরমোন টেস্টস্টেরন ও স্ত্রী হরমোন ইস্ট্রোজেনের মাত্রার ভারসাম্যের অভাবেই ছেলেদের বুক মেয়েদের মতো উঁচু হয়ে উঠতে শুরু করে, বড় হতে থাকে মেল ব্রেস্ট। সাধারণ নিয়মে ছেলেদের শরীরে প্রয়োজনীয় টেস্টস্টেরনের সঙ্গে সামান্য স্ত্রী হরমোন ইস্ট্রোজেন ক্ষরিত হয়। কিন্তু কখনো ইস্ট্রোজেনের পরিমান বাড়লেই দেখা দিতে পারে গাইনিকোম্যাস্টিয়ার মতো বিপত্তি। প্রথমে নিপলের নিচে ফ্যাট জমে বোতামের মতো দেখতে হয়। পরে এটি ক্রমশ বাড়তে পারে। সাধারণত ছয় মাস থেকে দুই বছর পর্যন্ত এই বৃদ্ধি চলতে পারে। বৃদ্ধির পরিমাণ অনুসারে গাইনিকোম্যাস্টিয়াকে গ্রেড ১, গ্রেড ২A, গ্রেড ২B, এবং গ্রেড ৩ এই চারটে পর্যায়ে ভাগ করা হয়।

প্রশ্ন : গাইনিকোম্যাস্টিয়ার চিকিৎসা কি?

ডা. ঘোষ : প্রথমেই বলে রাখা ভাল কসমেটিক সার্জারিই গাইনিকোম্যাস্টিয়ার একমাত্র স্থায়ী সমাধান। এই অপারেশন সম্পুর্ন নিরাপদ। আজকাল ওপেন সার্জারির পরিবর্তে নিপলেরর নিচে কয়েকটি ফুটো করে লাইপো সাকসান পদ্ধতিতে অতিরিক্ত ফ্যাট টিস্যু বার করে দেওয়া হয়। এর ফলে রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে ওঠেন আর অপারেশনেরও প্রায় কোন দাগ থাকে না।

চিকিৎসার প্রথমে প্লাস্টিক সার্জন রোগ লক্ষণ দেখে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ও রক্ত পরীক্ষা করে অসুখের গ্রেড ও সার্জারির পদ্ধতি ঠিক করেন। এ বিষয়ে পারিবারিক ইতিহাসকেও মাথায় রাখা হয়। সাধারণত রোগীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিচার করে লোকাল বা জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়া করে হাসপাতালে ভর্তি করে সার্জারি করা হয়। তবে ডে কেয়ার প্রসিডিওরও করা যেতে পারে।

প্রশ্ন : ছোট বয়সে কি এই ধরণের কসমেটিক সার্জারি করা উচিৎ?

ডা. ঘোষ : সাধারণত আঠারো বছরের পরেই এই ধরণের সার্জারির পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে জন্মগত ত্রুটি সারাতে বা দুর্ঘটনার পর রিকনস্ট্রাক্টিভ সার্জারির মতো বিশেষ প্রয়োজনে অনেক সময়ে আঠারোর নিচেও ব্রেস্ট অগমেন্টেশন বা মেল ব্রেস্টে কসমেটিক সার্জারি করা হয়।

প্রশ্ন : ব্রেস্ট অগমেন্টেশনের পরে ব্রেস্ট ফিডিং-এ কি কোন অসুবিধা হয়?

ডা. ঘোষ : ব্রেস্ট অগমেন্টেশনের পরবর্তিকালে ব্রেস্ট ফিডিং-এ সাধারণত কয়েকটি ব্যতিক্রমি ক্ষেত্র ছাড়া অসুবিধা হয় না। তবে নিকট ভবিষ্যতে মা হওয়ার পরিকল্পনা থাকলে বা হবু মায়েদের ক্ষেত্রে এই ধরণের কসমেটিক প্রসিডিওর না করানই ভালো।

প্রশ্ন : নবজাতকদেরও কি গাইনিকোম্যাস্টিয়া হতে পারে?

ডা. ঘোষ : মায়ের ইস্ট্রোজেন হরমোনের মাত্রা অস্বাভাবিক থাকলে অনেক সময়েই নবজাতক শিশুদের মধ্যেও এই সমস্যা দেখা দেয়। তবে এতে চিন্তার কিছু নেই, কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চার বুক স্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

প্রশ্ন : এই জাতীয় কসমেটিক সার্জারির পর সেরে উঠতে কত দিন সময় লাগে?

ডা. ঘোষ : ছেলেরা অপারেশনের অল্প কয়েক দিন পরেই স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করতে পারেন। তবে ব্রেস্ট অগমেন্টেশনের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের ছন্দে ফিরতে তিন চার সপ্তাহ সময় লাগে। তবে দুই ক্ষেত্রেই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে কয়েকটি ব্যায়াম করতে হয় ও কিছু পোস্ট অপারেটিভ কেয়ার মেনে চলতে হয়।

HELPLINE
98304 19625/62898 67522
anirban20@gmail.com

relation001@gmail.com